চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

কম্পিউটার সেন্টার

সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ ২০২০-২১

০১। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ এর মধ্যে চুক্তি সম্পাদনোত্তর জাতীয় পরিচয় পত্রের তথ্য-উপাত্ত যাচাই-বাছাই করণ।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

সেবা সহজীকরণ

সেবার নামঃ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও নির্বাচন কমিশন সচিবালয়,জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের মধ্যে চুক্তি সম্পাদোনত্তর জাতীয় পরিচয় পত্রের তথ্য- উপাত্ত যাচাই-বাছাই করণ|

সেবা-পদ্ধতি বিশ্লেষণঃ

সেবা দানের ধাপ	কার্য্যক্রম	প্রতিধাপের সময় দিন/ঘন্টা/মিনিট	সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ (পদবি)
ধাপ-১	স্থায়ী/অস্থায়ী পাশ ও লাইসেন্সের জন্য পরিচালক (নিরাপত্তা)/চবক এর দপ্তরে আগমন	০১ দিন	পাশের জন্য আবেদনকারী
ধাপ-২	স্থায়ী/অস্থায়ী পাশ ও লাইসেন্সের জন্য ডকুমেন্ট উপস্থাপন	১৫ মিনিট	সংশ্লিষ্ট শাখা ইনচার্জ
ধাপ-৩	স্থায়ী/অস্থায়ী পাশ ও লাইসেন্সের জন্য ডকুমেন্ট যাচাই	১৫ মিনিট	সংশ্লিষ্ট শাখা ইনচার্জ
ধাপ-৪	কর্তৃপক্ষের অনুমতি জন্য উপস্থাপন ও সিদ্ধান্ত গ্রহন	৩০-৪৫ মিনিট	সংশ্লিষ্ট শাখা ইনচার্জ
ধাপ-৫	কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত আবেদনকারীকে অবহিতকরন ও বায়োমেট্রিক ডাটাবেস সম্পন্ন করণ	২০-৩০ মিনিট	সংশ্লিষ্ট শাখা ইনচার্জ
ধাপ-৬	আবেদনকারীর অনুকুলে পাশ ইস্যু	১৫-২০ মিনিট	সংশ্লিষ্ট শাখা ইনচার্জ

বিদ্যমান পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ (Process Map)ঃ

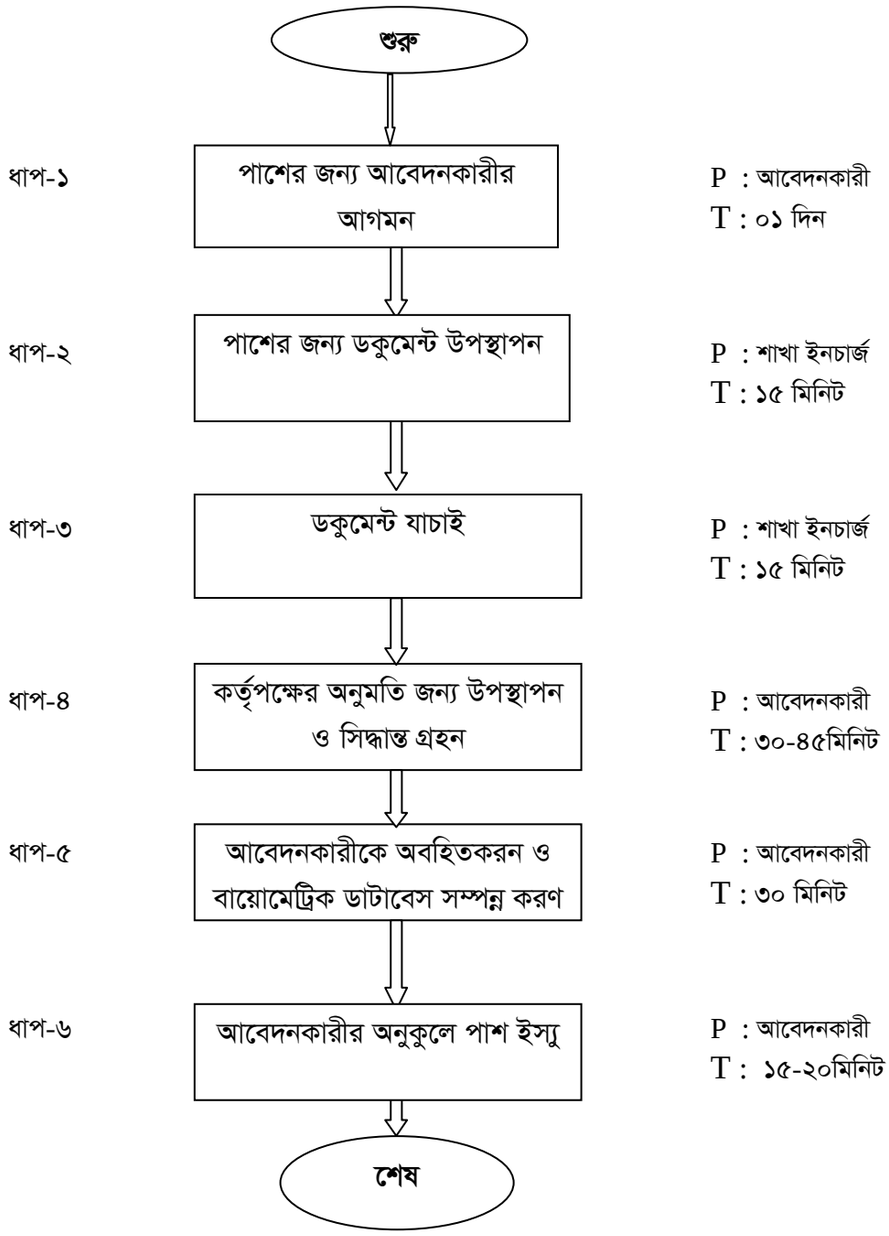

বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে ক্যাটাগরী ভিত্তিক প্রস্তাবনাঃ

ক্রমিক	ক্ষেত্র	সমস্যার বর্ণনা	সমাধানের প্রস্তাবনা
১।	আবেদনপত্র/ফর্ম/রেজিষ্টার/ প্রতিবেদন	আবেদনপত্রের সাথে জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি সংযুক্তি ও হার্ডকপি সাথে আনতে হয়।	হার্ডকপির কোন প্রয়োজন নেই।
২।	দাখিলীয় দলিলাদি	জাতীয় পরিচয় পত্রের হার্ডকপি।	হার্ডকপির কোন প্রয়োজন নেই।
৩।	সেবার ধাপ	০৬ টি	০৫টি
৪।	সম্পৃক্ত জনবল	০৩ জন	০২ জন
৫।	স্বাক্ষরকারী/ অনুমোদনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তির সংখ্যা ও পদবী	০৩ জনঃ পরিচালক (নিরাপত্তা)/চবক বা উপ-পরিচালক (নিরাপত্তা)চবক, নিরাপত্তা কর্মকর্তা ,সংশ্লিষ্ট শাখা ইনচার্জ	০২ জনঃ নিরাপত্তা কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট শাখা ইনচার্জ
৬।	আন্তঃ অফিস নির্ভরশীলতা	নাই	নাই
৭।	আইন/বিধি/প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি	নাই	নাই
৮।	অবকাঠামো/হার্ডওয়্যার ইত্যাদি	প্রয়োজন আছে	প্রয়োজন আছে
৯।	রেকর্ড/তথ্য সংরক্ষণ	জাতীয় পরিচয় পত্রের হার্ডকপি সংরক্ষণ করতে হয়	অটোমেটিক ডাটাবেসে সংরক্ষণ করা হবে।
১০।	প্রযুক্তির প্রয়োগ প্রযোজ্য কি না	প্রযুক্তির ব্যবহার নাই	প্রযুক্তির ব্যবহার হবে
১১।	খরচ (নাগরিক+অফিস)	৫০০-১০০০ টাকা	পাশ ইস্যু বাবদ ফি অস্থায়ী পাশের ক্ষেত্রে ১১.৫০/- টাকা , স্থায়ী পাশের ক্ষেত্রে ৩৪৫/- টাকা
১২।	সময় (নাগরিক+অফিস)	১ দিন ২ঘন্টা ৫৫ মিনিট	০১ দিন ০২ ঘন্টা ২৫ মিনিট
১৩।	যাতায়াত (নাগরিক)	১-৩ বার	০১-০২ বার
১৪।	অন্যন্য		

তুলনামূলক বিশ্লেষন (বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির ধাপ ভিত্তিক তুলনা)ঃ

বিদ্যমান প্রসেস ম্যাপের ধাপ	বিদ্যমান ধাপের বর্ণনা	প্রস্তাবিত প্রসেস ম্যাপের ধাপ	প্রস্তাবিত ধাপের বর্ণনা
ধাপ-১	**পাশের জন্য আবেদনকারীর আগমন**	**ধাপ-১**	**ঐ**
ধাপ-২	**পাশের জন্য ডকুমেন্ট উপস্থাপন**	**ধাপ-২**	**প্রয়োজন আছে**
ধাপ-৩	**পাশের জন্য ডকুমেন্ট যাচাই**	**ধাপ-৩**	**প্রয়োজন আছে**
ধাপ-৪	**কর্তৃপক্ষের অনুমোদন**	**ধাপ-৪**	**প্রয়োজন আছে**
ধাপ-৫	**বায়োমেট্রিক ডাটাবেস সম্পন্ন করণ**	**ধাপ-৫**	**প্রয়োজন আছে**
ধাপ-৬	**পাস ইস্যু**	**ধাপ-৬**	**প্রয়োজন আছে**

প্রস্তাবিত প্রসেস ম্যাপ (Process Map)ঃ

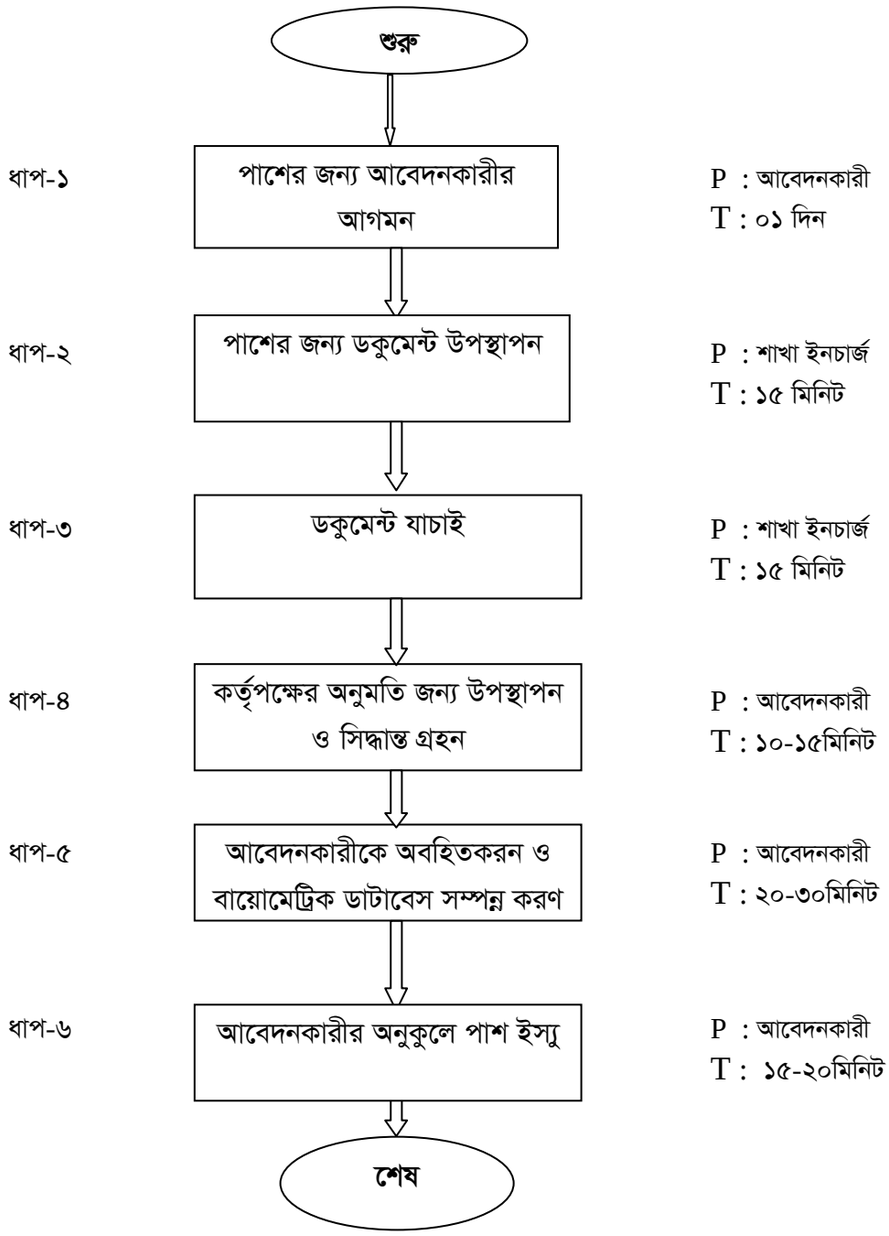

TCV (Time,Cost & Visit) অনুসারে বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির তুলনাঃ

	বিদ্যমান পদ্ধতি	প্রস্তাবিত পদ্ধতি
সময় (দিন/ঘন্টা)	০১ দিন ০২ ঘন্টা ৫৫ মিনিট	০১ দিন ০২ ঘন্টা ২৫ মিনিট
খরচ	৫০০-১০০০ টাকা	১১.৫০/- টাকা থেকে ৩৪৫/- টাকা
যাতায়াত	১-৩ বার	১-২ বার
ধাপ	০৬ টি	০৬ টি
জনবল	০৩ জন	০২ জন
দাখিলীয় দলিলাদি	জাতীয় পরিচয় পত্রের হার্ডকপি সংরক্ষন করতে হয়	জাতীয় পরিচয় পত্রের হার্ডকপি সংরক্ষনের প্রয়োজন নেই।

বিঃদ্রঃ চট্টগ্রাম বন্দর একটি প্রথম "ক" শ্রেণীর KPI (Key Point Installation) এবং ISPS কোড অনুসারী আর্ন্তজাতিক সমুদ্র বন্দর। বাংলাদেশের শতকরা ৯২ ভাগ পন্য চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি হয়ে থাকে। বন্দর অভ্যন্তরে প্রবেশকারী সকল ব্যাক্তির বৈধতা ও সঠিকতা নিশ্চিত হওয়ার পরই কেবল বন্দর অভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হয়। এমতাবস্থায়, এক্ষেত্রে ধাপ না কমলেও বন্দরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।